দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 AUG. 2007
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ২

৯শ' স্কুলের নব্বই হাজার ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে না, মাদ্রাসা ছাত্রীরা নিয়মিতই পাচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সরকারের ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট-২ (এফএসএসপি) আওতাধীন দেশের উনিশটি উপজেলার প্রায় নয় শ' স্কুলের প্রায় নব্বই হাজার ছাত্রী উপবৃত্তি পাচ্ছে না আট মাস ধরে। উপরন্তু একই প্রকল্পের অধীনে মাদ্রাসার ছাত্রীরা নিয়মিত টাকা পাচ্ছে। এতে করে যেসব ছাত্রী কেবল এই উপবৃত্তির টাকার ওপর নির্ভর করে পড়াশোনা করত তাদের পড়াশোনায় মারাত্মক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর মধ্যে বন্যাকবলিত কিছু কিছু জায়গায় এই টাকা পেয়ে পরিবারের কাজে ব্যয় করার পথটিও বন্ধ হয়ে আছে। এতে পারিবারিকভাবেও এসব ছাত্রীকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন টাকা দেয়ার অনুমতি দিলেও নানা জটিলতায় এই টাকা দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রী-অভিভাবকরা এসব নানা অভিযোগ জানিয়ে অবিলম্বে এই টাকা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছেও এসব অভিযোগ করছেন।

এ বিষয়ে এফএসএসপি-২ পরিচালক আব্দুর রজ্জাক গত ১৪ আগস্ট জনকণ্ঠকে বলেছিলেন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। উপবৃত্তি দেয়ার অর্ডারও হয়ে গেছে। আগামী দুয়েক দিনের মধ্যেই উপবৃত্তি দেয়া শুরু হবে।

কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য দেয়ার এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেলেও উপবৃত্তি দেয়া তো দূরের কথা এখনও সিডিউলই হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি পড়াশোনায় মেয়েদেরকে আরও বেশি উৎসাহী করতে ১৯৯৪ সাল থেকেই সরকার পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বছরে দুই কিস্তিতে এই টাকা দেয়া হয়। এর মধ্যে নোয়াড প্রকল্পের অধীনে সারাদেশের উনিশটি উপজেলার স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছিল। স্কুলের টাকা দিত দাতারা আর মাদ্রাসার টাকা দেয়া হতো সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু গত ডিসেম্বর থেকে এই উনিশটি উপজেলার আট শ' ৯৮টি স্কুলের ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার বিষয়টি আরেক উপবৃত্তি প্রকল্প ফিমেল সেকেন্ডারি স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট-২'র (এফএসএসপি) অধীনস্থ হয়। অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে অন্যান্য উপজেলার মতো এই উনিশটি উপজেলার স্কুল ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের দায়িত্ব পড়ে এই প্রকল্পের ওপর। সেভাবেই টাকার সংস্থান হয়। কিন্তু গত ডিসেম্বর থেকে এই উনিশটি উপজেলার ৮শ' ৯৮টি মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় নব্বই হাজার ছাত্রী এখন পর্যন্ত উপবৃত্তির টাকা পায়নি। নিয়মানুযায়ী জানুয়ারি-জুন মেয়াদের টাকা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই দেয়ার কথা। জানা গেছে, যেসব উপজেলায় উপবৃত্তি বন্ধ হয়ে আছে সেসব উপজেলাগুলো হলো কুমিল্লার বরুড়া, বুড়িচং, চান্দিনা, চাঁদপুর সদর, হাইমচর, শাহরাস্তি, গোপালগঞ্জ সদর, মুকসুদপুর, মাদারীপুরে কালকিনি, খুলনার অভয়নগর, যশোরের ঝিকরগাছা, বাগেরপাড়া, কেশবপুর, যশোরের, মনিরামপুর, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহের

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

৯শ' স্কুলের নব্বই (১২-এর পাতার পর)

শৈলকুপা, মাগুরা সদর, লোহাগাড়া এবং সালিকা।

এসব উপজেলার ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় উপবৃত্তির টাকা দেয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্রগুলো অভিযোগ করে বলেছে প্রকল্প পরিচালক চাইলে আরও আগেই উপবৃত্তি দেয়া সম্ভব হতো। আবার কেউ কেউ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণেই উপবৃত্তি দিতে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত পরিকল্পনা কমিশনও ইতোমধ্যে টাকা দেয়ার অনুমতি দিয়েছে।

উক্ত উপবৃত্তি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা এই উপবৃত্তির টাকা না দেয়ার নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেছেন, এতে অনেক পরিবার ছাত্রীদের পড়াশোনায় মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রী-অভিভাবকরা অনেকে অভিযোগ করে বলেছেন, টাকার অভাবে পড়াশোনায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁদের অনেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছেও তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরছেন। তাঁরা অবিলম্বে উপবৃত্তি দেয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করে বলেছেন, অনেককেই এই টাকার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। তাই যত দ্রুত এই উপবৃত্তি দেয়া যাবে ততই ছাত্রীদের মঙ্গল হবে। পড়াশোনায় গতিশীলতা আসবে। সরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে।